

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
“কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন
ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন” প্রকল্প
শ্রম ভবন, ১০ম তলা, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০

বিষয় : “কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক অতিরিক্ত সচিব।
সভার স্থান	:	ভার্চুয়াল জুম প্ল্যাটফর্ম
তারিখ	:	২৬/১২/২০২১
সময়	:	বিকাল ০৪.৩০ ঘটিকা
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-‘ক’।

২। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিতকরণ পূর্বক আলোচনা শুরু করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। আলোচনা-১: বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক শুরুতেই প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি সভার সনুখে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, চলতি অর্থ বছর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮১২.২৫ লক্ষ টাকা; যা চলতি অর্থ বছরের মোট বরাদ্দের ৩১.১৫%। প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত (ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) আর্থিক অগ্রগতি মোট ১৩.৮৭ কোটি টাকা এবং ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ১৫.৪৬%। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

এরপর তিনি জানান যে, ৭টি জেলার মধ্যে ৫টি জেলায় আনুষ্ঠানিক ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব বিগত ০৯ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার ভূমি পুনঃ অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ৬টি জেলায় শ্রম অধিদপ্তরের জমিতে জেলা অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি কর্তৃক নরসিংদী জেলা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সকল তথ্য সংযোজন করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, ভূমি অধিগ্রহণের সার্বিক কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি মুন্সীগঞ্জ জেলায় জমি অধিগ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সংশ্লিষ্ট জেলার উপমহাপরিদর্শকদের সাথে এ বিষয়ে সভা করে জেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখা এবং ভূমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের বিষয়ে ব্রীফ করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

আলোচনা-২: প্রকল্পের সংশোধন ও সংশোধিত ডিপিপি প্রনয়ন প্রসঙ্গ

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, বিগত ৩০ অক্টোবর ২০২১ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ একবছর বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডি-তে প্রেরিত হয়। সে প্রেক্ষিতে আইএমইডি হতে আগামী ১ বছরের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শেষ হবে মর্মে একটি প্রত্যয়ন পত্র চাওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রকল্পের কার্যক্রম একবছরের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয় বিবেচনায় মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে একটি বাস্তব কর্মপরিকল্পনা ও বর্তমান বাস্তবায়ন অবস্থা সম্পর্কিত একটি প্রত্যয়ন পত্র আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। এ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হতে সময় আরও ২ থেকে ২.৫ বছর লাগতে পারে। কিন্তু আইএমইডি'র বর্তমান কর্মপরিকল্পনাকে উল্লেখ্য মেয়াদ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সে কারণে পরিপত্রের ৩.৫ ধারা অনুযায়ী উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর ও ১৫% ব্যয় বৃদ্ধি করার যে সুযোগ রয়েছে সে সুযোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের কিছু ব্যকগ্রাউন্ড কাজের অগ্রগতি হওয়ায় বর্তমান পরিস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের উক্ত এজিয়ার ব্যবহার করাই যুক্তিসংগত হবে মর্মেও মত প্রকাশ করে তিনি পিআইসি কর্তৃক বিবেচিত হলে আনুমানিক ৮-৯% ব্যয় বৃদ্ধিসহ ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের সাথে সাথে প্রকল্পের নিম্ন বর্ণিত উল্লেখযোগ্য সংশোধনের বিষয়গুলো সভায় তুলে ধরেনঃ

৬টি জেলায় বিদ্যমান ভবনসমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে ঐসব ভবনসহ নতুন নির্মিতব্য ভবনসমূহের স্পেস কিভাবে ব্যবহৃত হবে সে সংক্রান্ত একটি প্ল্যান চূড়ান্ত করার জন্য গত ০২/১২/২০২১ তারিখে মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি ওয়ার্কশপে বেশ কিছু বাস্তব ও যুগোপযোগী সুপারিশ পাওয়া যায়। উক্ত সুপারিশসমূহের টেকনিক্যাল এবং আর্থিক সংশ্লেষ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি স্পেস ইউটাইলাইজেশন প্ল্যান এবং ফিনিশ শিডিউল চূড়ান্ত করা হয়। অতঃপর প্রণীত স্পেস ইউটাইলাইজেশন প্ল্যান ও ফিনিশ শিডিউল সভায় উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত প্লানে যেসকল বিষয় প্রস্তাব করা হয়েছে তা হলো: ৩য় তলায় ১টি

স্ব

বড় আকারের ডিআইজি কক্ষ, বজাবন্ধু কর্ণার কাম লাইব্রেরী কক্ষ, প্রার্থনা কক্ষ এবং প্রশাসন শাখা স্থাপন; ৪র্থ তলায় দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শাখা স্থাপন; ৫ম তলায় সেফটি ও স্বাস্থ্য শাখা স্থাপন ও আইটি/ সার্ভার রুম-কাম-মিনি মিটিং রুম স্থাপন; ৬ষ্ঠ তলায় গেষ্ট হাউজ স্থাপন (কিচেন ও ডাইনিং সুবিধাসহ); ৩য়-৬ষ্ঠ তলায় আলো প্রবেশের সুবিধার্থে ২য় তলার ট্রেনিং রুমের সামনে ওয়েটিং লাউজ কাম ওপেন স্পেস তৈরি; ২য় তলায় বড় আকারের মাল্টিপারপাস কনফারেন্স রুম স্থাপন এবং বিদ্যমান কনফারেন্স রুম পরিবর্তন করে ট্রেনিং রুম কাম গণশুনানী রুম স্থাপন, জেনারেল সেকশন স্থাপন এবং একটি ডে-কেয়ার- কাম ব্রেস্ট ফিডিং কাম নারীবান্ধব কক্ষ স্থাপন। উল্লেখ্য ২য় তলা ইতোপূর্বের প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণকৃত বিধায় এ প্রকল্পের অধীনে দেয়াল ভাঙা, নতুন দেয়াল তৈরী, মাল্টিপারপাস কনফারেন্স রুমের আসবাব, ইন্ট্রিওর এবং শব্দ ও আলো যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রাখার প্রয়োজন হবে; ভবনে আলো প্রবেশের সুবিধার্থে দোতলার ট্রেনিং রুমের উপরের অংশে ৪টি ফ্লোরে বাহিরে ইটের দেয়ালের পরিবর্তে কার্টেন গ্লাস স্থাপন; ছাদে প্লাস্টিকের পানির ট্যাংকি না দিয়ে চিলেকোঠার উপরে কংক্রিটের পানির ট্যাংক স্থাপন; ভবন ঠান্ডা রাখার সুবিধার্থে রেইজড প্লাটফর্ম রুফ গার্ডেন কাম রিফ্রেসমেন্ট এরিয়া স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা; দুইটি জেলায় (ময়মনসিংহ ও বরিশাল) বিদ্যমান ডিজাইন বা চলমান নির্মাণ কাজের কোনো পরিবর্তন না করা; সকল কক্ষে কৃত্রিম সিলিং নির্মাণ না করে শুধু করিডোর এবং বিশেষায়িত কিছু কক্ষে কৃত্রিম সিলিং তৈরি করা (এতে ব্যয় হ্রাস হবে); করিডোর বা বিশেষায়িত কক্ষসমূহের কৃত্রিম সিলিং সমূহ আরও উন্নত মানের করা; সিঁড়িতে গ্রীল ও কাঠ না দিয়ে এস এস স্টীল ও গ্লাস দেওয়া; ইত্যাদি। এসব কাজে নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলন কিছুটা বাড়বে।

তবে মূল যে পরিবর্তনটা আনা প্রয়োজন সেটা হলো ফ্লোরের সংখ্যা বৃদ্ধি। ডিপিপি'তে কিছু জেলায় ৫ তলা এবং কিছু জেলায় ৬ তলা ভবনের সংস্থানের অসামঞ্জস্যতা দূর করা প্রয়োজন বিধায় ডিপিপি'র অন্তর্ভুক্ত ৯টি জেলায় ৫ তলা ভবনের স্থলে ৬ তলা ভবনের সংস্থান করা প্রয়োজন; এবং এতে কিছু ব্যয় বৃদ্ধি হবে। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, প্রণীত স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান অনুযায়ী ৫ তলা ভবন নির্মাণ করা হলে প্রথম থেকেই স্থান সংকটের সৃষ্টি হবে। একবার একটি ভবন নির্মাণ হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করা খুবই সময়সাপেক্ষ এবং জটিল। বর্তমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ নতুন নিয়োগ হলে ময়মনসিংহ ও বরিশালে স্থানের নির্মিত ভবনে স্থান সংকুলান করা সম্ভব হবেনা; কেননা ঐ দুইটি ভবনের আয়তন অনেক ছোট এবং ভবন বর্ধিত করার মত কোনো জমি নেই। কার্যালয় দুইটি মাত্র ১০ শতাংশ জমির উপরে স্থাপিত এবং মাত্র একটি তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের উপযোগি ভিত রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে ভবনের পার্শ্বের জমি মালিকের কাছ থেকে বিদ্যমান আইনে সরাসরি জমি ক্রয় করার সুযোগ রয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সিনিয়র সহকারী প্রধান জনাব সাইকা শাহাদাত জানতে চান, প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে কেন কোন কোন ভবন পাঁচ তলা এবং কোন কোন ভবন ছয়তলা রেখে অনুমোদন করা হয়, সেসময় কি প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্টাডি করা হয় নাই? প্রকল্প পরিচালক উত্তরে বলেন, ডিপিপি অনুমোদনের সময় কি হয়েছে সে সম্পর্কে বর্তমানে কোনো ইনিস্টিটিউশনাল মেমরী নেই। কিন্তু এভিডেন্স-বেসড প্ল্যানিংয়ের অংশ হিসেবে অর্গানোগ্রাম এবং বাস্তব চাহিদা ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যানটি তৈরি করা হয়েছে। উক্ত জেলাসমূহে নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি বিধায় প্ল্যান মোতাবেক ৬ তলা ভবন করার কোন বিকল্প নেই। আর এতে কোনো জটিলতাও সৃষ্টি হবেনা।

এ প্রসঙ্গে গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব কাজী মোঃ ফিরোজ হাসান বলেন, ডিপিপি প্রণয়নের সময় কিছু কিছু কার্যালয় বিভাগীয় বিবেচনায় সেগুলোতে ৬ তলা ভবন এবং অন্যান্য জেলা শহরে ৫ তলা ভবনের বিষয়ে ঐসময়ে নির্দেশনা ছিল কিন্তু বর্তমানে প্রকল্প পরিচালক যেভাবে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন তাতে এবং পূর্বের ভবনসমূহ নির্মাণকাজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় বর্ধিত ভবনসমূহ ৬ তলা নির্মাণ করাই যথাযথ হবে।

সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ডিপিপি প্রণয়ন অনুমোদনের সময় কি কারণে কি হয়েছে সেটা আজকে আর প্রাসঙ্গিক নয়। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের একটি বড় অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ডাইফের কার্যাবলী পূর্ব হতে অনেক বেশি বিস্তৃত হচ্ছে; এবং নতুন নতুন বিষয় কাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এসব কারণে এবং মাঠ পর্যায়ে নিজের পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বর্ণিত ৯টি জেলায় কমপক্ষে ৬ তলা ভবন করার কোনো বিকল্প নেই মর্মে মত প্রকাশ করেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানতে চান যে, নতুন জমি কেনার অংশটুকু এই প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করাটা কতটুকু যৌক্তিক, যেহেতু প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন জমি অধিগ্রহণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে, প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন যে, ভূমি বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে যে, কোন ভবন একবার অধিগ্রহণকৃত জমিতে স্থাপন করা হলে পরবর্তীতে ভবন সংশ্লিষ্ট পার্শ্বের জমি সরাসরি ক্রয় করার আইনী কাঠামো রয়েছে। ফলে জমি অধিগ্রহণে যে সময়ের প্রয়োজন হয় এতে সেরকম অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হবেনা। তবে সভাপতি বলেন যে, আপাততঃ ময়মনসিংহ ও বরিশালের জমি ক্রয়ের বিষয়ে মনোনীবেশ করতে গেলে অন্যান্য জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বিবেচনায় আপাততঃ এ প্রস্তাব বাদ দেওয়াই যৌক্তিক হবে। এতে সভার সকলে একমত পোষন করেন।

এ পর্যায়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানতে চান, যেসকল জেলার ভবন ৫ তলা থেকে ৬ তলা করা হবে সেখানে ভিত্তি ছয়তলা করার প্রাক্কলন আছে কিনা এবং লিফট সুবিধা আছে কিনা? প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক এ প্রশ্নের জবাবে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পে ৬ তলা ভবনের প্রাক্কলন করা আছে এবং অনুমোদিত প্রাক্কলনে লিফটের সংস্থান করা আছে। যেসকল ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হচ্ছে সেখানেও পূর্বের ডিজাইন অনুযায়ী লিফট কোর স্থাপন করা আছে। এখন শুধুমাত্র ভবনের ভিত্তি ৫ তলার স্থলে ৬ তলা করতে হবে। তবে নতুন করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করার প্রয়োজন পড়বে না; ফলে সময়ক্ষেপনও হবেনা। এতে সভার সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনের নিরিখে ৯টি জেলায় ৫ তলা ভবনের স্থলে ৬ তলা ভবনের সংস্থান রাখা এবং স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান অনুযায়ী নির্মাণ কাজ করার বিষয়ে একমত পোষন করেন।

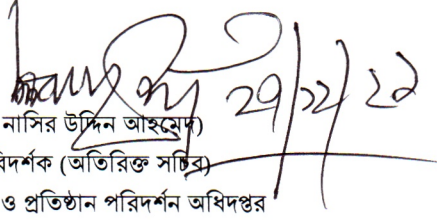
প্রকল্প পরিচালক সভায় ডিপিপি'র আরও কিছু ছোট খাট ব্যয় সমন্বয়ের প্রয়োজন মর্মে সভায় উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে, অনুমোদিত ডিপিপি'তে যেসকল ছোটখাটো পরিবর্তন ও ব্যয় সমন্বয় প্রয়োজন সেগুলো সংশোধিত ডিপিপি'তে সংযোজন করা যেতে পারে; এবং

প্রকল্পের সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি অবিলম্বে স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা যেতে পারে। সভায় এসকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৪। সিদ্ধান্তঃ

- ভূমি অধিগ্রহণের কাজে সর্বোচ্চ মনযোগ প্রদান করে মুন্সীগঞ্জ সহ সকল জেলার ভূমি অধিগ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে;
- সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত পরিপত্রের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ বছর বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের ব্যয় ৮-৯% বৃদ্ধি করার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করা হলো;
- যে ৯টি জেলায় ৫তলা ভবনের সংস্থান সংস্থান রয়েছে তা পরিবর্তন করে ডিপিপিতে উল্লিখিত প্রাক্কলন অনুসরণ করে ৬ তলা ভবন নির্মাণের সংস্থান রাখা যেতে পারে;
- প্রণীত স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান মোতাবেক নির্মিত এবং নির্মিতব্য ভবনসমূহের অভ্যন্তরীণ বিণ্যাস সংশোধন করার সুপারিশ করা হলো। এর জন্য অল্প কিছু ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তা ডিপিপিতে সন্নিবেশিত করার সুপারিশ করা হলো;
- এসকল সুপারিশ একত্রিত করে অবিলম্বে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানানো হলো।

৫। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।


(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ও

সভাপতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি,

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকীকরণ ও
শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প।

৫২